বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩৪ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৩

বাংলাদেশের উন্নয়নে এসএমই খাতের ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা

মনজুর হোসেন*

১। ভূমিকা

গত এক দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতি বার্ষিক প্রায় ৬ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বছর ২০১৯ সালে ৮ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ২০২১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে চায় আর এজন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই ও অভিযোজনসক্ষম প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম অর্থনৈতিক পরিবেশ প্রয়োজন। উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মূল হাতিয়ার শিল্পায়ন। অনেকের মতে বাংলাদেশের এ চমকপ্রদ প্রবৃদ্ধি অর্জনের মূলে রয়েছে ক্রমবর্ধমান কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।

গত দশকে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭.৭৪ শতাংশ হারে এবং সেবা খাতে হয়েছে ৭ শতাংশ হারে। বর্তমানে দেশের জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান প্রায় ৩১ শতাংশ, যা ১৯৯০ সালে ছিল ২১ শতাংশ। অন্যদিকে দেশের মোট জিডিপিতে সেবা খাতের অবদান ৫০ শতাংশ। গত দুদশকে জিডিপিতে কৃষির অবদান ব্যাপকভাবে কমেছে। ১৯৯০ সালের ২৯ শতাংশ থেকে কমে ২০১৪-১৫ সালে প্রায় ১৬ শতাংশে নেমে আসে। জিডিপিতে কৃষির অবদান হ্রাস পেলেও কৃষি এখনো কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় উৎস (প্রায় ৪৮ শতাংশ)। কৃষি কর্মসংস্থানের বড় উৎস হলেও প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হলো শিল্পখাত। দেশের মোট জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৩০ শতাংশ। কিন্তু দেশের বিশাল কৃষিখাতের উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তিকে নিয়োজনে শিল্প খাত তার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে এখনো সক্ষম হয়নি। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এসএমই খাতকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো গেলে কৃষি খাতের উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের বিকাশ ও প্রবৃদ্ধিতে সহায়তাকরণের প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হওয়ার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

---

*লেখক সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস। প্রবন্ধটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের জন্য লেখক কর্তৃক প্রণীত জাতীয় এসএমই নীতি ২০১৬ (অপ্রকাশিত) হতে সংকলিত। এ প্রবন্ধে বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত ও নীতি বিষয়ে যে সকল মতামত দেয়া হয়েছে তার জন্য উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানগুলো কোনোভাবে দায়ী নয়, তা একান্তই লেখকের।

সারণি ১: জিডিপি ও অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহের প্রবৃদ্ধির হার (%)

বছর	মোট	সেক্টরাল জিডিপি প্রবৃদ্ধি		
	জিডিপি প্রবৃদ্ধি	কৃষি	শিল্প	সেবা
১৯৭২/৭৩-১৯৭৯/৮০	৩.৬৮	১.৮৬	৫.২৬	৫.১৭
১৯৮০/৮১-১৯৮৯/৯০	৩.৯০	১.৮৪	৩.১৬	৫.৪৩
১৯৯০/৯১-১৯৯৯-২০০০	৪.৯০	৩.০৩	৭.৩৭	৪.৫৬
২০০০/০১-২০০৯/১০	৬.০৩	৩.৬৬	৭.৭৪	৭.০০
২০১০/১১-২০১৪/১৫	৬.৩১	৪.৪৬	৮.৩০	৬.৩৭

উৎস: বিবিএস; বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ২: জিডিপিতে খাতভিত্তিক অবদান (%)

বছর	কৃষি	শিল্প	ব্যবসা
১৯৭২-৭৩	৪৯.৭৬	৯.০০	৩৬.৪৬
১৯৮০-৮১	৪৬.৫৮	১১.০৮	৪২.৩৪
১৯৯০-৯১	২৯.২৩	২১.০৪	৪৯.৭২
২০০০-০১	২৫.০৩	২৬.২০	৪৮.৭৭
২০১০-১১	১৮.০০	২৭.৩৮	৫৪.৬১
২০১১-১২	১৭.৩৮	২৮.০৮	৫৪.৫৪
২০১২-১৩	১৬.৭৮	২৯.০০	৫৪.২২
২০১৩-১৪	১৬.৫০	২৯.৫৫	৫৩.৯৬
২০১৪-১৫	১৫.৯৬	৩০.৪২	৫৩.৬২

উৎস: বিবিএস।

দেশের মোট রপ্তানি আয়ে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের বিরাট অবদান রয়েছে। তৈরি পোশাক খাত দেশের শিল্প খাতের মেরুদণ্ড হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানির ৮০ শতাংশের বেশি তৈরি পোশাক খাত থেকে এসেছে। তৈরি পোশাক শিল্পের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, দেশের মোট তৈরি পোশাক কারখানার প্রায় ১০ শতাংশ কারখানা সাব-কন্ট্রাকটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ছোট ছোট কারখানার/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে (বখত ও হোসেন ২০১৩)। সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও দেশের এক উল্লেখযোগ্যসংখ্যক এসএমই পশ্চাৎসংযোগ (ব্যাকওয়ার্ড) সুবিধা প্রদান করছে দেশের তৈরি পোশাক কারখানাগুলোকে যেমন বিভিন্ন ধরনের গার্মেন্ট এক্সেসরিজ

(বোতাম, প্লাস্টিকস, প্যাকেজ ইত্যাদি) সরবরাহ করছে। তৈরি পোশাক শিল্প ও এসএমই এর মধ্যে কার্যকর সরবরাহ চেইন নেটওয়ার্ক সৃষ্টিতে তৈরি পোশাকের স্থিতিশীল রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির আরেকটা দিক হলো রেমিট্যান্স যা এসএমই খাতের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। দেশে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের বিস্ময়কর প্রবাহ লক্ষ করা যাচ্ছে। ২০১৫ সালে দেশে মোট ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে, যা জিডিপির ১৩ শতাংশ। দেশের ৮-১০ মিলিয়ন অভিবাসী শ্রমিকের বেশির ভাগই গ্রামে বাস করে এবং তারা উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগে আগ্রহী। তবে রেমিট্যান্সকে কিভাবে উৎপাদনমূলক বিনিয়োগে রূপান্তর করা যায় তা একটি নীতি নির্ধারণী বিষয়। সুষ্ঠু নীতিমালা তৈরি ও যথাযথ প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা করা গেলে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সকে এসএমই খাতের বিনিয়োগে প্রবাহিত করা যাবে বলে আশা করা যায়।

সারণি ৩: বাংলাদেশের রপ্তানি

নির্দেশকসমূহ	২০০৭-০৮	২০০৯-১০	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
মোট পণ্য (মার্চেনডাইজ) রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	১৪,১১১	১৬৫৯৭	২৪৩০২	২৭২২৯	২৮৪২৪
মোট সেবা রপ্তানি	১৮৭৪	২২৩৩	২৭৮৬	২৯৪৮	২৭৪৯
মোট রপ্তানি (পণ্য ও সেবা) (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	১৫৯৮৫	১৮৮৮৩০	২৭০৮৮	৩০১৭৭	৩১১৭৩
মোট রপ্তানির শতাংশ হিসেবে সেবা রপ্তানি	১১.৭৩	১১.৮৬	১০.২৯	৯.৭৭	৮.৮২
মোট রপ্তানির শতাংশ হিসেবে পণ্য রপ্তানি	৮৮.২৭	৮৮.১৪	৮৮.৭১	৯০.২৩	৯১.১৮

টীকা: সেবার অন্তর্ভুক্ত হলো নির্মাণ সেবা যা সাধারণত বাংলাদেশের জাতীয় একাউন্টে ক্যাটাগরাইজ করা হয়ে থাকে।

ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মকাণ্ডের প্রসারের সাথে সাথে বাংলাদেশে এখন টেক্সটাইল পণ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস, ফিনিশড লেদার, হালকা প্রকৌশল, প্লাস্টিক, ফার্নিচার, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও জাহাজ নির্মাণ ইত্যাদি শিল্পের প্রসার ঘটছে। বিশ্বে বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় হলেও বিশ্ব রপ্তানি বাজারের মাত্র ৫ শতাংশ বাংলাদেশের দখলে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছর ২০১৯ সালে বিশ্ব রপ্তানি বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি ৫৪.১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন আবার বিভিন্ন বিষয় যেমন রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ, নতুন সম্ভাবনাময় বাজার অন্বেষণ ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। এ পরিপ্রেক্ষিতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এসএমই খাতের উন্নয়ন ও সম্ভাবনাময় আন্তর্জাতিক বাজারে এসএমই পণ্যের প্রবেশ বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ নীতি এজেন্ডা হতে পারে।

বাংলাদেশে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও দেশের শিল্প ভিত্তি এখনো শক্ত কাঠামোর উপর দাঁড়াতে পারেনি দুর্বল অবকাঠামো ও সহায়ক ব্যবসা পরিবেশের অনুপস্থিতির কারণে। এসব প্রতিবন্ধকতাকে বিবেচনায় নিয়ে এসএমই খাতের উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য যথাযথ কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন। আর তা বৃহৎ শিল্পের জন্য উৎপাদন নেটওয়ার্ক সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই খাতের গুরুত্ব সম্পর্কে দ্বিমত না থাকলেও এসএমই কর্মকাণ্ড বিষয়ে রিপোর্টিং ও পরিবীক্ষণের (মনিটরিং) জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা না থাকার কারণে অর্থনীতিতে এসএমই খাতের অবদান ও গুরুত্ব (জিডিপি, রপ্তানি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সূচকে) সঠিকভাবে দৃশ্যমান হচ্ছে না।

এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের উন্নয়নে এসএমই খাতের ভূমিকা পর্যালোচনা করা। প্রবন্ধটি মোট ১১টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম অনুচ্ছেদে ভূমিকার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদে যথাক্রমে এসএমই এর সংজ্ঞা ও এসএমই খাতের প্রবৃদ্ধির ধারা আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এসএমই খাতের অবদান এবং পঞ্চম অনুচ্ছেদে এসএমই ক্লাস্টারের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে এসএমই খাতে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। সপ্তম অনুচ্ছেদে এসএমই খাতের বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতি সহায়তা কাঠামো এবং অষ্টম অনুচ্ছেদে এসএমই খাতের উন্নয়নে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। নবম অনুচ্ছেদে বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই খাতের ভূমিকা এবং দশম অনুচ্ছেদে এসএমই উন্নয়নে আসিয়ান অভিজ্ঞতা আলোচনা করা হয়েছে। শেষত এগারতম অনুচ্ছেদে উপসংহার স্থান পেয়েছে।

২। এসএমই এর সংজ্ঞা

বিভিন্ন সংস্থা এসএমইকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করায় এসএমইকে সংজ্ঞায়িতকরণের ক্ষেত্রে ব্যাপক মতপার্থক্য ও বিতর্ক লক্ষ করা যায়। এসএমই খাতের কর্মকাণ্ডকে সমন্বিতকরণ এবং অর্থনীতিতে এসএমই খাতের অবদান নিরূপণ ও মূল্যায়নের জন্য এসএমই এর একটি একক সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এ লক্ষে জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০ এ এসএমই এর একটি একক সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এ সংজ্ঞা এখন এসএমই সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুসৃত হচ্ছে। একক সংজ্ঞা ব্যবহার করা হলে অর্থনীতিতে এসএমই খাতের অবদান যেমন নিরূপণ করা যাবে তেমনি মূল্যায়নও করা যাবে।

ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে মাঝারি শিল্প বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যাদের স্থায়ী সম্পদের মূল্য (ভূমি ও কারখানা ভবন ব্যতীত) প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ কোটি টাকার অধিক এবং ৩০ কোটি টাকার মধ্যে কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০০ থেকে ২৫০ জন কর্মী নিয়োজিত রয়েছে। সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে মাঝারি শিল্প বলতে সেসব প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যাদের স্থায়ী সম্পদের মূল্য (জমি ও কারখানা ভবন বাদে) ১ কোটি টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৫০ থেকে ১০০ জন কর্মী নিয়াজিত রয়েছে। কোনো একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে যদি একটি প্রতিষ্ঠান মাঝারি

শিল্পের এবং অন্য মানদণ্ডের ভিত্তিতে বৃহৎ শিল্পের পর্যায়ে পড়ে সেক্ষেত্রে সে প্রতিষ্ঠানটি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যাদের স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ (জমি ও কারখানা ভবন ব্যতীত) ৫০ লাখ টাকা থেকে ১০ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২৫ থেকে ৯৯ জন কর্মী নিয়োজিত থাকে। সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প বলতে সেসব প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যাদের স্থায়ী সম্পদের মূল্য (জমি ও কারখানা ভবন বাদে) ৫ লাখ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০ থেকে ২৫ জন কর্মী নিয়োজিত রয়েছে। কোনো একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র শিল্পের এবং অন্য মানদণ্ডের ভিত্তিতে মাঝারি শিল্পের পর্যায়ে পড়ে সেক্ষেত্রে সে প্রতিষ্ঠানটি মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

৩। এসএমই খাতের প্রবৃদ্ধির ধারা

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোতে এসএমই খাত প্রাধান্য বিস্তার করছে। অর্থনৈতিক শুমারী ২০১৩ অনুযায়ী, দেশের সকল অর্থনৈতিক ইউনিটের ৯৭ শতাংশের বেশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি (কুটিরশিল্প ও অতি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানসহ) আকারের শিল্প ইউনিট। দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের সংখ্যা ৮ লাখ ৬৮ হাজার (২০১৩), যা ২০০১ ও ২০০৩ শুমারিতে উল্লেখিত সংখ্যার চেয়ে ৭৫ শতাংশ বেশি। দেশের মোট ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের মধ্যে এসএমই ইউনিটের সংখ্যা ৩৪ হাজার এবং এসব ইউনিটে প্রায় ৭০ লাখ জনবল নিয়োজিত রয়েছে। অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ অনুযায়ী, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের কর্মসংস্থানে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবদান যথাক্রমে ৭.৮, ১৬.২ ও ৬.৫ শতাংশ তবে অর্থনৈতিক শুমারিতে মূল্য সংযোজন সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত না থাকায় ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের সার্বিক মূল্য সংযোজনে এসএমই খাতের অবদান পরিমাপ করা যায়নি। তবে এসমআই জরিপ ২০১২ এর উপাত্ত ব্যবহার করে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের মোট মূল্য সংযোজনে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি অর্থনৈতিক ইউনিটের অবদান হিসাব করা হয়েছে যথাক্রমে ৫.৯, ২৩.৭ ও ২৩.৩ শতাংশ।এ থেকে দেখা বোঝা যায় যে, মাঝারি আকারের শিল্প ইউনিটের বৃদ্ধি অন্য আকারের ইউনিটের মতো দ্রুতহারে হয়নি, যা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের সমস্যা বা জটিলতাকে নির্দেশ করে।

গত এক দশকে যেখানে কৃষিবহির্ভূত খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭.৯ শতাংশ হারে সেখানে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৮.২ শতাংশ হারে (বিবিএস: অর্থনৈতিক শুমারি, ২০০১/৩ ও ২০১৩)। দেশের মোট কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক ইউনিটের মাত্র ১০ শতাংশের সামান্য বেশি ম্যানুফ্যকচারিং সংশ্লিষ্ট এবং অবশিষ্ট ইউনিটগুলো ব্যবসা (ট্রেডিং) ও সেবা সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অর্থনৈতিক ইউনিটের মোট সংখ্যায় ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনটের অংশ কমছে, যা ব্যবসা ও ম্যানুফ্যাকচারিং বহির্ভূত সেবা খাতের দ্রুত বিকাশ ও বৃদ্ধিকেই নির্দেশ করে।

সারণি ৪: এসএমই খাতের বর্তমান অবস্থা (২০১৩)

	অতি ক্ষুদ্র (মাইক্রো)	ক্ষুদ্র	মাঝারি	বৃহৎ	মোট এসএমই	মোট
	মোট নিয়োজিত কর্মী (১০-২৪)	মোট নিয়োজিত কর্মী (২৫-৯৯)	মোট নিয়োজিত কর্মী (১০০-২৪৯)	মোট নিয়োজিত কর্মী (২৫০+)		
অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১০৪০০৭	৮৫৯৩১৮	৭১০৬	৫২৫০	৮৬৬৪২৪	৭৮১৮৫৬৫
মোট প্রতিষ্ঠানের অনুপাত (%)	১.৩৩	১০.৯৯	০.০৯	০.০৭	১১.০৮	১০০.০০
ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১০৪০০৭	৩০৮৯০	২৯৯১	৩১২৩	৩৩৮৮১	৮৬৮২৪৪
ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠানের অনুপাত (%)	১১.৯৮	৩.৫৬	০.৩৪	০.৩৬	৩.৯০	১০০.০০
মোট নিয়োজিত কর্মী	৫৫৮৮৭০	৬৬০০৬৮৫	৭০৬১১২	৩৪৬৬৮৫৬	৭৩০৬৭৯৭	২৪৫০০৮৫০
নিয়োজিত কর্মীদের অনুপাত (%)	২.২৮	২৬.৯৪	২.৮৮	১৪.১৫	২৯.৮২	১০০.০০

উৎস: বিবিএস:অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩। মোট সংখ্যায় কুঠির শিল্পও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এসএমই খাতের প্রবৃদ্ধির ধারা বাংলাদেশের এসএমই খাতের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। ২০১৩ সালে দেশের কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা ছিল ৭.৮২ মিলিয়ন, যা ২০০১/৩ ও ১৯৮৬ সালে ছিল যথাক্রমে ৩.৭১ মিলিয়ন ও ২.১৭ মিলিয়ন। ১৯৮৬ সাল থেকে ২০০১/৩ সাল পর্যন্ত সময়কালে অর্থনৈতিক ইউনিটের বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৪ শতাংশ, যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১/৩ সাল হতে ২০১৩ সময়কালে ৭.২ শতাংশে উন্নীত হয়। ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের সংখ্যা ২০০১/৩ সালের শুমারিতে ছিল ৪ লাখ ৫০ হাজার, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩ সালের শুমারিতে ৮ লাখ ৬৮ হাজারে উন্নীত হয় অর্থাৎ ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ৮.২ শতাংশ। কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক ইউনিটের মোট সংখ্যায় ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের অংশ ১৯৮৬ সালের ২৪.৫ শতাংশ থেকে কমে ২০০১/৩ সালে ১২.১ শতাংশ ও ২০১৩ সালে ১১.১ শতাংশে নেমে আসে। এ থেকে বোঝা যায় যে, এসএমই খাতে ব্যবসা ও ম্যানুফ্যাকচারিং বহির্ভূত কর্মকাণ্ড প্রাধান্য বিস্তার করছে যদিও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের তুলনায় ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মকাণ্ড সামান্য দ্রুত হারে (৮.২ বনাম ৭.৯ শতাংশ) বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্ত-শুমারি সময়কালে কৃষি বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের প্রবৃদ্ধি গ্রাম এলাকার (৭.৫৯ শতাংশ) চেয়ে শহর এলাকায় সামান্য বেশি (৮.৪ শতাংশ)। গত আন্ত-শুমারি সময়কালে গ্রাম এলাকায় কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা বার্ষিক কম্পাউন্ড ৮.৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়, যার ফলে মোট অর্থনৈতিক ইউনিটে কৃষিবহির্ভূত অর্থনেতিক ইউনিটের সংখ্যা ২০০১ সালের ৬২.৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩ সালে ৭১.৫ শতাংশ হয়।

এসএমই এর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে মতানৈক্য থাকায় অর্থনৈতিক শুমারির উপাত্তের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যথাযথ তুলনা করা কঠিন। তবে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে মোটামুটি একটি তুলনা করা যেতে পারে। তুলনা থেকে দেখা যায়, ইত্যবছরে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৫: এসএমই খাতের গঠন কাঠামো (স্থায়ী অর্থনৈতিক ইউনিটের মোট সংখ্যার %)

	২০০১/০৩			২০১৩		
	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর	মোট
অতি ক্ষুদ্র (মাইক্রো)	৬১.৭	৩৫.৯	৯৭.৩	৫৭.৩	২৫.১	৮২.৭
ক্ষুদ্র	১.১	১.৫	২.৪	৭.৬	৯.৪	১৭.০
মাঝারি	০.০৪	০.০৮	০.১১	০.০৭	০.০৯	০.১৬
বৃহৎ	০.০৩	০.১	০.১২	০.০৩	০.০৮	০.১২
মোট	৬২.৬০	৩৭.৪০	১০০.০০	৬৫.০	৩৫.০	১০০.০০

টীকা: দুটো অর্থনৈতিক সমীক্ষায় ব্যবহৃত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞায় ভিন্নতা থাকায় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ধরন সম্পর্কিত সংখ্যার তুলনা করা হয়নি।

এসএমই খাতের খাতভিত্তিক গঠন থেকে দেখা যায়, আন্ত-শুমারি সময়কালে (২০১৩-২০০১/৩) যেখানে এসএমই ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের সংখ্যা সামান্য কমেছে সেখানে ব্যবসা ও সেবা ইউনিট এবং পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের ইউনিটের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৬: এসএমই এর খাতভিত্তিক গঠন (এসএমই এর অংশ,%)

	২০০১/০৩			২০১৩		
	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর	মোট
ম্যানুফ্যাকচারিং	১৪	১৫	১৪	১১.৮	৯.২	১১.১
নির্মাণ	১	১	১	০.০৬	০.১৯	০.১
খুচরা, পাইকারী ও মেরামত	৩৮	৪৮	৪০	৪২.৯	৫৩.৬	৪৫.৯
হোটেল ও রেস্তোরা	২	১৩	৫	৬.২	৭.৮	৬.৭
পরিবহন, গুদাম ও যোগাযোগ	৩	২	৩	১৯.৮	৯.৮	১৬.৯
আবাসন, ভাড়া	৩	৩	৩	০.০৪	০.১৪	০.০৭
পেশাজীবী, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি কর্মকাণ্ড				০.৩৬	১.১	০.৫৮
প্রশাসনিক ও সাপোর্ট সার্ভিস কর্মকাণ্ড				০.৪৩	১.১	০.৬১
আর্ট, আপ্যায়ন ও বিনোদন				০.০৮	০.৩৩	০.১৫
স্বাস্থ্য ও সমাজ কর্ম	১	১	১	০.৮৮	১.৪	১
অন্যান্য কর্মকাণ্ড	২	৪	৩	১৩.৮	১১.৮	১৩.২
অনির্দিষ্ট	৩	৬	৪			

টীকা: কিছু ক্যাটাগরি উভয় শুমারিতে ম্যাচ না করায় মোট ফিগার ১০০ হবে না। উৎস: অর্থনৈতিক শুমারি, বিবিএস, ২০০১/৩ এবং ২০১৩।

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক শুমারিতে প্রাসঙ্গিক উপাত্ত সংগ্রহ না করার থাকার কারণে মূল্য সংযোজনে এসএমই ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের অবদান এসএমআই ২০১২ জরিপের উপাত্ত থেকে পরিমাপ করা হয়েছে। জিডিপিতে এসএমই এর খাতভিত্তিক অবদান পরিমাপ করা আরও কঠিন। ২০০৬/৭ সালে ৬টি বুস্টার খাতের উপর পরিচালিত এক সমীক্ষায় সার্বিক মূল্য সংযোজনের হিসাব দেয়া হয়েছে। দেখা গেছে, সার্বিক মূল্য সংযোজনে সর্বোচ্চ অবদান হচ্ছে কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, লেদার ও ফুটওয়্যার এবং ডিজাইনার দ্রব্যাদি খাতের। এসব উচ্চ মূল্যসংযোজনকারী খাতের প্রসারের জন্য খাতভিত্তিক নীতি প্রণয়নের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

সারণি ৭: ৬টি খাতে সার্বিক মূল্য সংযোজন এবং প্রতিষ্ঠান প্রতি কর্মসংস্থান:২০০৬/০৭

	অতি ক্ষুদ্র		ক্ষুদ্র		মাঝারি		বৃহৎ	
	সার্বিক মূল্য সংযোজন	প্রতি প্রতিষ্টানে নিয়োজন (সংখ্যা)	সার্বিক মূল্য সংযোজন	প্রতি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজন (সংখ্যা)	সার্বিক মূল্য সংযোজন	প্রতি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজন (সংখ্যা)	সার্বিক মূল্য সংযোজন	প্রতি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজন (সংখ্যা)
কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ	৪০.৪	৫.৯	৪৪.৩	২৩.৬	৫২.২	৭০.৬	৫১	২৫৪.২
লেদার ও ফুটওয়্যার	৪৭.৩৩	৫.৯	২২.৫৯	২১.৮	৪৫.৩২	৬৯.৭	৫৬.৯৫	৬২০.৮
ডিজাইনার দ্রব্যাদি	৭৪.১	৬.৫	৫৯.৪	৩৫.৭	৪৬.৮	৭১.৯	৬০.০	৬৬৬.৭
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস	৩৮.৮২	৬.৩	৩৬.৭৯	২৩.৯	২৯.৬১	৬৫.৮	৩৪.৬১	১৭০.৩
প্লাস্টিক	৩২.০	৫.৬	৩২.৪	২১.০	৩০.৪	৭৫.৮	৩৫.০	২৬১.২
হালকা প্রকৌশল	৫৮.৪	৪.৬	৩৪.৮	১৯.১	৩৬.৭৪	৭৪.৪	৩১.০৩	১৯৬.৯

উৎস: ৬টি বুস্টার খাত শীর্ষক সমীক্ষা, ২০০৭, এসএমই ফাউন্ডেশন।

৪। জাতীয় অর্থনীতিতে এসএমই খাতের অবদান

জাতীয় অর্থনীতিতে এসএমই খাতের প্রকৃত অবদান নিরূপণ করা বেশ কঠিন কারণ এসএমই শিল্প সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় উপাত্তের যেমন অভাব রয়েছে তেমনি এসএমই এর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে রয়েছে ভিন্নতা। বিভিন্ন নমুনা জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে জাতীয় অর্থনীতিতে এসএমই খাতের অবদান হিসাব করা হয়েছে। এডিবি (২০১৫) পরিচালিত এক সমীক্ষা অনুসারে জিডিপিতে এসএমই খাতের অবদান ২৫ শতাংশ। অন্যদিকে আইএফসি-ম্যাককিনসে (২০১১) অনুসারে এসএমই খাতের অবদান ২২.৫ শতাংশ। বিবিএস বা অন্য কোনো সরকারি সংস্থা এখনো পর্যন্ত জিডিপিতে এসএমই খাতের অবদান হিসাব করার কোনো চেষ্টা করেনি। আইএফসি-ম্যককিনসে সমীক্ষা হিসাব করে দেখেছে যে দেশের মোট রপ্তানিতে এসএমই খাতের অবদান ১১ শতাংশ। বিবিএস পরিচালিত সর্বশেষ অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩-এ প্রতিষ্ঠানের মূল্য সংযোজন ও আউটপুট সম্পর্কিত উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এসএমআই ২০১২ সমীক্ষার উপাত্ত ব্যবহার করে বলা যায় যে, ম্যানুফ্যাকচারিং মূল্য সংযোজনে এসএমই খাতের অবদান হলো ৫২.৯ শতাংশ এবং ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মসংস্থানে ৪০.৯ শতাংশ, যার মানে এসএমই হলো শ্রমের দক্ষ ব্যবহারকারী (বখত ও বাসার

২০১৪)। অতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এসএমইতে কর্মী প্রতি মূল্য সংযোজন বেশি। আহমেদ (২০০১) ১৮টি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের উপর পরিচালিত নমুনাভিত্তিক জরিপ সমীক্ষার ভিত্তিতে দেখিয়েছেন ১৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৫টি ইতিবাচক ও তাদের টিএফপি ১ এর চেয়ে বেশি, যা সম্পদের কার্যকর ব্যবহার ও উচ্চ উৎপাদনশীলতাকে নির্দেশ করে। তথ্য-উপাত্তের অপ্রতুলতার কারণে প্রতিষ্ঠানের আকার ভেদে ম্যানুফ্যাকচারিং উৎপাদনশীলতার সাম্প্রতিক প্রবণতা নিরূপণ করা কঠিন।

সারণি ৮: ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের অবস্থা, ২০১৩

	অতি ক্ষুদ্র (১০-২৪ জন কর্মী)	ক্ষুদ্র (২৫-৯৯ জন কর্মী)	মাঝারি (১০০-২৪৯) জন কর্মী	বৃহৎ (২৫০ বা ততোধিক) কর্মী	মোট এসএমই	মোট
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১০৪০০৭	৩০৮৯০	২৯৯১	৩১২৩	৩৩৮৮১	৮৬৮২৪৪
মোট প্রতিষ্ঠানের অনুপাত (%)	১১.৯৮	৩.৫৬	০.৩৪	০.৩৬	৩.৯০	১০০.০০
মোট নিয়োজিত কর্মী	৫৫৮৮৭০	১১৬৫৫৬৪	৪৭০৩৪৩	২৯১৬৩৬০	১৬৩৫৯০৭	৭১৮৩৪৪৬
মোট নিয়োজিত কর্মীর অনুপাত (%)	৭.৭৮	১৬.২৩	৬.৫৫	৪০.৬০	২২.৭৭	১০০.০০
সার্বিক মূল্য সংযোজন[২] (মিলিয়ন টাকা)	৯২,০৯২ (৫.৯)	৩৬৯,৯৭৪ (২৩.৭)	৩৬৩,৬৪৬ (২৩.৩)	৭৩৭,২৩৫ (৪৭.২)		১৫৬২,৯৪৭ (১০০)
কর্মী প্রতি মূল্য সংযোজন ('০০০ টাকা))[২]	৩৩৯	৫০১	৩৪৯	২৪৯		৩১২

উৎস: বিবিএস, অর্থনৈতিক শুমারি প্রতিবেদন ২০১৩;; [২] বখত ও বাসার (২০১৪)।

বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের একটি বড় উৎস হলো এসএমই খাত। প্রায় ২৪ মিলিয়ন লোক এখাতে নিয়োজিত রয়েছে। এদের প্রায় ২৩ শতাংশ আবার ম্যানুফ্যাকচারিং এসএমইতে নিয়োজিত। দেখা গেছে, কর্মসংস্থান বেশি হয়েছে মূলত সেসব প্রতিষ্ঠানে যেখানে ১০-৪৯ জন এবং ৫০-৯৯ জন কর্মী রয়েছে। তাই অন্যান্য গ্রুপের চাইতে এ দুটি গ্রুপ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের গতিশীলতা আনয়ন করেছে।

৫। এসএমই ক্লাস্টার

বাংলাদেশের এসএমই খাতে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক এসএমইভিত্তিক শিল্প ক্লাস্টার গড়ে উঠেছে। এসএমই ফাউন্ডেশন পরিচালিত এক সমীক্ষায় সারা দেশে প্রায় ১৭৭টি এসএমই ক্লাস্টার শণাক্ত করা হয় যেখানে ৬৯ হাজারের বেশি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে।এসব ক্লাস্টার এসএমইকে নানাবিধ সুবিধা প্রদান করে থাকে। ক্লাস্টার বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা গেছে, জোট গঠন, ক্লাস্টারিং ও নেটওয়ার্কিং বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সাথে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশপাশি তাদের বিকাশেও সহায়তা করে। প্রতিষ্ঠানসমূহ একজোট হয়ে কাজ করলে যেমন কালেকটিভ ইফিসিয়েন্সির সুবিধা লাভ করা যায় তেমনি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যুক্ত হওয়া যায়। এছাড়া দেশীয়

ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশে সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করে থাকে। সুতরাং ক্লাস্টারসমূহ চিহ্নিত করার পর সেগুলোর বর্তমান অবস্থা ও পরিস্থিতি নিরূপণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

এসএমই ফাউন্ডেশন শিল্প ক্লাস্টারের সমস্যা ও সম্ভাবনা মূল্যায়নের উদ্যোগ নিলেও তার গতি খুবই ধীর। এ মূল্যায়ন সমীক্ষা দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। জাতীয় এসএমই নীতিতে ক্লাস্টারভিত্তিক এসএমই উন্নয়ন নীতির উপর জোর দেয়া হবে যা বাংলাদেশের এসএমই খাতের বিকাশকে ত্বরান্বিত করবে।

সারণি ৯: বাংলাদেশের এসএমই ক্লাস্টারের বিবরণ, ২০১৩

বাংলাদেশের মোট ক্লাস্টারের সংখ্যা	১৭৭
এসএমই বুস্টার খাতসমূহের আওতাধীন ক্লাস্টারের সংখ্যা	১২৯
বুস্টার এসএমই খাত বহির্ভূত ক্লাস্টারের সংখ্যা	৪৮
প্রতিষ্ঠান/ভেনচারের মোট সংখ্যা (আনুমানিক)	৬৯,৯০২
মোট বার্ষিক টার্ণওভার (মিলিয়ন টাকায়) [আনুমানিক]	২৯৫১৫০.৬৬
মোর্ট কর্মী সংখ্যা (আনুমানিক)	১,৯৩৭,৮০৯
-পুরুষ	*১,৪৩৩,৯৭৯ (৭৪%)*
-মহিলা	*৫০৩,৮৩০ (২৬%)*
প্রতিষ্ঠান প্রতি গড় কর্মীর সংখ্যা	২৮
ক্লাস্টার প্রতি কর্মীর সংখ্যা	১০,৯৪৮
ক্লাস্টার প্রতি প্রতিষ্ঠানের গড় সংখ্যা	৩৯৪

টীকা: প্রতিষ্ঠান ও কর্মী সংখ্যা এবং টার্ণওভারের অংক কেবল শণাক্তকৃত ক্লাস্টারসমূহের জন্য প্রয়োজ্য।

৬। এসএমই খাতের উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশের এসএমই খাতভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণত যেসব বাধা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে থাকে সেগুলো হলো: প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের অভাব, কার্যকরী মূলধনের অপর্যাপ্ততা, প্রযুক্তির নিম্নমান, নিম্ন উৎপাদনশীলতা, পণ্য বিপণন সুবিধাদির অভাব, বাজার প্রবেশের সমস্যা ইত্যাদি। অধিকন্তু অনির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ, দুর্বল অবকাঠামো, কমপ্লায়েন্স ইস্যু, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা ইত্যাদি এসএমই খাতের উন্নয়নের পথে গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত হয়।

অর্থায়ন সুবিধা

২০১৩ সালে INSPIRED ১,২০০ ম্যানুফ্যাকচারিং এসএমই এর উপর এক জরিপ পরিচালনা করে। উক্ত জরিপে দেখা গেছে, ৬৮.৬ শতাংশ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান এবং ৪৪.৭ শতাংশ মাঝারি প্রতিষ্ঠান অর্থায়ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। অপর্যাপ্ত অর্থায়ন সুবিধা আরও প্রকট হয় উচ্চ সুদের হার,

জামানত প্রদানের কঠোর বিধান, ঋণগ্রহীতাদের অধিকারের অপর্যাপ্ত সুরক্ষা ইত্যাদি কারণে। ঋণ ঝুঁকি নিশ্চয়তা স্কীমসমূহ (জামানতবিহীন অর্থায়ন প্রসারের জন্য অপরিহার্য) কার্যকর নয়। বিকল্প অর্থায়ন সুবিধা বৃদ্ধি এবং আর্থিক বাজারকে বহুমুখীকরণের (ক্ষুদ্রঋণ থেকে শুরু করে লিজিং, ফ্যাকটরিং, ভেনচার ক্যাপিটাল, ইক্যুইটি ফান্ড ইত্যাদি) জন্য আইনি কাঠামো/নীতি পদক্ষেপের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। বর্তমানে দেশের মোট ঋণ পোর্টফোলিওর ১৯ শতাংশ এমএসএমইর দখলে। এসএমই খাতে বর্তমানে ঋণ সুবিধা দেয়া হচ্ছে মূলত বংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগ ও বিশেষ নির্দেশনার কারণে। এসএমই ঋণের এরূপ প্রবাহ টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে দীর্ঘ সময়ব্যাপী অব্যাহত থাকা অপরিহার্য। এসএমই খাতকে অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালে বেসিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলেও বেসিক ব্যাংক সে উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েছে। এজন্য এসএমই অর্থায়নে আলাদা ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ওপর ব্যাপক গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।

সারণি ১০: বাংলাদেশে এসএমই অর্থায়ন চিত্র

বছর	ব্যাংক খাত কর্তৃক প্রদত্ত মোট ঋণ (বিলিয়ন টাকা	এসএমই খাতে প্রদত্ত মোট ঋণ (বিলিয়ন টাকা)	মোট ঋণের শতাংশ হিসেবে এসএমই ঋণ	উপকারভোগী এসএমই এর সংখ্যা
২০১৪	৫১৪৭.২	৯৮০.৩৩	১৯.০৫	৫৪১৬৫৬
২০১৩	৪৭১৮.২	৮৫৩.২৩৩	১৮.০৮	৭৪৬৬১০
২০১২	৪২৬১.৫	৬৮২.৬২৯	১৬.০২	৪৬২৫১৩
২০১১	৩৭৯২.৫	৫২০.৭৩৭	১৩.৭৩	৩১৯৩৪০
২০১০	৩১২২.১	৫১৮.৪৯১	১৬.৬১	৩০৮৯৫০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

এসএমই ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হলেও দেশের ৪০ শতাংশের বেশি এসএমই এখনো আনুষ্ঠানিক ঋণ সুবিধার বাইরে রয়ে গেছে। এমনকি যেসব প্রতিষ্ঠান ঋণ সুবিধা পাচ্ছে সেখানেও কিছুটা ক্রেডিট গ্যাপ রয়েছে। এভাবে ব্যাপক ক্রেডিট গ্যাপের পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক ঋণের চাহিদাও বিদ্যমান রয়েছে। আইএফসি ও ম্যাককিনসে (২০১১) এর যৌথ সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে, এসএমই এর ক্ষেত্রে ১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের (বাংলাদেশী টাকায় ১৪০ বিলিয়ন টাকা) ক্রেডিট গ্যাপ রয়েছে। এছাড়া উক্ত সমীক্ষায় ক্রেডিট গ্যাপের গড় মূল্যমান হিসাব করা হয়েছে প্রতিষ্ঠান প্রতি ১৭,০০০ মার্কিন ডলার (১৩,২৬,০০০ টাকার সমতুল্য)। ঋণ সুবিধা ভোগকারী ও ঋণ সুবিধা বঞ্চিত এসএমই ও ক্রেডিট গ্যাপকে বিবেচনায় নিয়ে এসএমই খাতের জন্য একটি ক্রেডিট টার্গেট পলিসি প্রণয়ন করা হবে।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো অর্থায়ন সমস্যা। অর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সাধারণ বাধাসমূহ ছাড়াও নারী উদ্যোক্তাদের সেবা দেয়ার জন্য ব্যাংক শাখায় আলাদা ডেস্ক বা নির্দিষ্ট ব্যাংক সুবিধা না থাকা, অপর্যাপ্ত পুন:অর্থায়ন স্কীম, আর্থিক শিক্ষার অভাব ইত্যাদি নারী মালিকানাধীন এসএমইসমূহের উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়/প্রতিবন্ধকতা।

এসএমই ঋণের জন্য আবেদন প্রক্রিয়া এখনো একটি জটিল বিষয়। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে মানসম্মত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা সত্ত্বেও ঋণের আবেদন প্রক্রিয়া অত্যন্ত দীর্ঘ ও জটিল রয়ে গেছে। পর্যাপ্ত জ্ঞান/ধারণা ও কর্তৃত্বের অভাবের কারণে ব্যাংক কর্মকর্তারা ঋণের আবেদন অনুমোদনে দীর্ঘ সময় নিয়ে থাকে। ঋণ অনুমোদনে বেশির ভাগ ব্যাংক কেন্দ্রীকৃত এপ্রোচ অনুসরণ করায় ঋণ অনুমোদনে প্রতিটি ব্যাংকের ৪০-৬০ দিন লাগে। এতে প্রকৃত উদ্যোক্তারা তাদের ব্যবসা পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

ব্যবসা সহায়ক সেবা সুবিধা

ব্যবসা সহায়ক সেবা সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করতে কর্মপরিকল্পনা না থাকা, কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার না থাকা, ব্যবসা উন্নয়ন সেবা কেন্দ্রের দুর্বল সেবা প্রদান, ইকমার্স ও ইগভর্নমেন্ট সার্ভিসের জন্য আইনি কাঠামো না থাকা ও সেসব সার্ভিসের যথাযথ ব্যবহার না হওয়া এবং এসএমই এর জন্য নির্ভরযোগ্য অনলাইন পোর্টাল না থাকা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের এসএমইগুলো কার্যকর ব্যবসা সহায়ক সেবা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রতিযোগিতা সক্ষমতা, সৃজনশীলতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি হচ্ছে এসএমইর জন্য গৃহীত প্রধান ব্যবসা কৌশলসমূহ। ব্যবসা সহায়ক সেবা প্রদানের পদক্ষেপ হিসেবে পণ্যের গুণগত মান, প্রতিযোগীতামূলক মূল্য, উদ্ভাবন, উৎপাদনশীলতা, প্রযুক্তির উন্নয়ন, বাজার সম্প্রসারণ ও মান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রয়োজন। বিভিন্ন ব্যবসা সংগঠন ও সংস্থাসমূহের পাশাপাশি এসএমই খাতের সাথে সরকারি খাতের সংস্থাসমূহের (যেমন এসএমইএফ, বিসিক,স্কিটি, বিএসটিআই, বিএবি ইত্যাদি) নিবিড় যোগাযোগ ও পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা দরকার। কিভাবে কমপ্লায়েন্স স্ট্যান্ডার্ড প্রতিপালন করা হবে, আইএসও ৯০০০ এর মতো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্টিফিকেশন পাওয়া যাবে ইত্যাদি বিষয়ে এসএমই খাতকে ব্যবসা সহায়ক সেবা সুবিধা প্রদান করা প্রয়োজন।

এসএমই খাত সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য ও হালনাগাদ তথ্যের বিরাট ঘাটতি রয়েছে। এসএমইগুলোকে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা থাকলে এসএমইগুলো তথ্য সেবা সহ প্রয়োজনীয় ব্যবসা সহায়ক সেবা সুবিধা পেতে পারে। ইকর্মাস সুবিধা সম্বলিত আলাদা ওয়েব পোর্টাল এখনো চালু হয়নি, যা এসএমইগুলোর কাছে তথ্যের গেটওয়ে হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। জেলা পর্যায়ে এসএমই পণ্যের বাণিজ্য মেলা আয়োজন, ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় এসএমই পণ্যের জন্য আলাদা কর্ণার স্থাপনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি এসএমই পণ্যের প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা সহায়ক সেবা হতে পারে।

আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ

আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশে বাংলাদেশের এসএমইগুলো নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে থাকে। অপর্যাপ্ত রপ্তানি সম্প্রসারণ কর্মসূচি, অপর্যাপ্ত পরামর্শ ও পর্যাপ্ত উচ্চ মানসম্পন্ন তথ্য না থাকা ইত্যাদি কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে এসএমই পণ্য প্রবেশে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। এজন্য একটি সুসমন্বিত ও পদ্ধতিগত উপায়ে

রপ্তানি সক্ষমতা গঠনমূলক কর্মসূচি তৈরি করে দেশব্যাপী পরিচালনা করা গুরুত্বপূর্ণ। এসএমইগুলোকে বিদেশে বাজার (কম সময়ে ও কম খরচে শুল্ক ছাড়করণ সহ) সম্প্রসারণে উৎসাহ যোগাতে অধিকতর আর্থিক সেবা সহায়তামূলক ব্যবস্থা (ব্যবসা ঋণ, অনুদান, বীমা স্কীম) থাকা প্রয়োজন। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) রপ্তানি সংক্রান্ত ও এসএমই পণ্যের গতিধারা সংক্রান্ত কোনো তথ্য সংরক্ষণ করে না বিধায় বাংলাদেশী এসএমইদের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের মাত্রা ও বিস্তৃতি বোঝা যায় না। সুতরাং এসএমই পণ্য রপ্তানি সংক্রান্ত সঠিক তথ্যসহ সেসব পণ্যের রপ্তানি গন্তব্য সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ ।

প্রযুক্তি গ্রহণ ও হস্তান্তর

এসএমই সংশ্লিষ্ট নীতির ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ অথচ উপেক্ষিত বিষয় হলো প্রযুক্তি গ্রহণ ও হস্তান্তর সম্পর্কিত নীতিসমূহ। এসএমই এর উদ্ভাবনী কৌশলের অভাব, স্ট্যান্ডার্ড সার্টিফিকেশন সেবা প্রাপ্তির সীমিত সুযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রযুক্তিগত সহায়তা সেবার অভাব এবং এসএমই, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং ইনকিউবেটরের মধ্যে নগণ্য সংযোগ হলো কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংশ্লিষ্ট ঘাটতি। মেধাস্বত্ব সংরক্ষণে দূর্বলতা, ব্রডব্যান্ড অবকাঠামোর অভাব, অনুন্নত বিজ্ঞান/শিল্প পার্ক, প্রতিযোগীতামূলক ক্লাস্টারের অভাব এবং প্রযুক্তি উন্নয়ন ও আরএন্ডডি কর্মকাণ্ডে অপর্যাপ্ত আর্থিক প্রণোদনা এসএমই খাতের উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

এসএমই নীতি প্রণয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত একক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি এসএমই উন্নয়ন কৌশল (যা হবে বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে ক্রসকাটিং ও ক্রস সেক্টরাল) গ্রহণ করা প্রয়োজন যা কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে। অধিকন্তু জাতীয় এসএমই নীতি-কৌশলের পর্যালোচনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের একটি ব্যাপকভিত্তিক সমন্বিত ব্যবস্থা থাকবে। সরকার ২০০৩ সালে এসএমই উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করে, যা এখন আর কার্যকর নেই। জাতীয় এসএমই নীতির বাস্তবায়ন দেখভাল ও তদারকির জন্য এ ধরনের উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্স বা কমিটি পুনরুজ্জীবিত করা জরুরি।

২০০৭ সালে এক গেজেটের মাধ্যমে সরকার শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে এসএমই উন্নয়নের মুখ্য সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এসএমই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে। এ ফাউন্ডেশন এসএমই খাতকে ওয়ান স্টপ সেবা প্রদানের উইন্ডো বা বাতায়ন হিসেবে কাজ করবে বলে ধারণা করা হয়। দেখা গেছে, পর্যাপ্ত আইনি সহায়তা,সমর্থন ও আর্থিক সম্পদের অভাবের কারণে ফাউন্ডেশন তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে । ফাউন্ডেশনকে এসএমই উন্নয়নের গতিশীল মুখ্য সরকারি সংস্থায় পরিণত করার জন্য ফাউন্ডেশন সম্পাদিত কার্যক্রমের পাশাপাশি ফাউন্ডেশন যেসব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে তার একটা পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। বিসিকের সাথে এসএমই ফাউন্ডেশনের ঘনিষ্ট যোগাযোগ ও সহযোগিতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি দেশের এসএমই খাতের উন্নয়ন দেখভাল ও তদারকির জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটা আলাদা বিভাগ বা দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে ।

উদ্যোক্তা শিক্ষার প্রসার

অনেক দেশেই এসএমই উন্নয়ন কৌশলসমূহের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে উদ্যোক্তা শিক্ষার প্রসার ঘটানো এবং এসএমই উন্নয়নে এ ধরনের কর্মসূচি সফলও হয়েছে। বাংলাদেশে উদ্যোক্তা শিক্ষা যেমন উদ্যোক্তা প্রসার নীতিতে সুস্পষ্টভাবে অন্তর্ভূক্ত হয়নি তেমনি পর্যাপ্ত বাজেট, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা সহ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহেও অন্তর্ভুক্ত হয়নি।। সাধারণ ও উচ্চ শিক্ষায় উদ্যোক্তা শিক্ষা সঠিকভাবে প্রবর্তন করা হয়নি এবং ক্যারিকুলাম তৈরি, গবেষণা, কাস্টমাইজড ট্রেনিং, কোচিং, ইন্টার্নশীপ, বিজনেস এ্যাওয়ার্ড ও বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তি খাতের সাথে কার্যকর পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতার অভাব রয়েছে। দেশে এসএমই ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা বিষয়ক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার তেমনভাবে ঘটেনি।

স্বল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে স্টার্টআপ এবং উন্নত আইন ও বিধিবিধান

এসএমই খাতে স্বল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে নতুন ব্যবসা উদ্যোগ/প্রতিষ্ঠান শুরু এবং উন্নত আইন ও বিধিবিধান তৈরির ক্ষেত্রে নীতিসমূহে ঘাটতি রয়েছে। উন্নত দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে ব্যবসা নিবন্ধনের পদ্ধতি এবং ব্যবসার কার্যক্রম শুরুর সার্বিক প্রক্রিয়া যেমন অত্যন্ত জটিল ও ব্যয়বহুল তেমনি সময় সাশ্রয়ী নয়। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, ওয়ান স্টপ সার্ভিস এবং স্টার্টআপকে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে।

এসএমই স্বার্থের অধিকতর কার্যকর রিপ্রেজেনটেশন

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এসএমই খাতের বক্তব্য ও স্বার্থ রিপ্রেজেন্ট করার নিমিত্তে নীতি প্রণয়ন ও এডভোকেসি প্রক্রিয়ায় সরকারি সংস্থার সাথে সুসংবদ্ধ পরামর্শ বা কনসালটেশন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় শিল্প, ব্যবসা বা এসএমই সংগঠনগুলোর সক্রিয় ভূমিকার অভাবের কারণে এসএমই স্বার্থ সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়না । উচ্চ মানসম্পন্ন সেবা প্রদান এবং আঞ্চলিক ও বিশ্ব উৎপাদন নেটওয়ার্কে প্রবেশের সুযোগ প্রদানে বেশির ভাগ এসএমই সংগঠনেরই যেমন সম্পদের অভাব রয়েছে তেমনি রয়েছে কারিগরি ও গবেষণা সক্ষমতার অভাব। এসএমই খাতের আরও উন্নয়নের জন্য খাতভিত্তিক ব্যবসায়িক সংগঠনসমূহের সাথে নিবিড় সমন্বয় ও সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ।

এসএমই সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের সমস্যা

এসএমই সংক্রান্ত জাতীয় পর্যায়ের পরিসংখ্যান না থাকায় দেশের অর্থনীতিতে এসএমই সম্পর্কিত বিভিন্ন সূচকের (যেমন জিডিপিতে অবদান, সার্বিক মূল্য সংযোজন, রপ্তানি ইত্যাদি) পরিমাপ করা যাচ্ছে না। বিবিএস প্রতি ৫ বছর অন্তর ক্ষুদ্র আকারের ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর নমুনাভিত্তিক জরিপ পরিচালনা করে থাকে। তবে এ জরিপ এসএমই ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতের পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরতে পারে না। বিবিএস ২০১৩ সালে দেশের সকল অর্থনৈতিক ইউনিটের উপর শুমারি পরিচালনা করলেও তাতে আউটপুট, রাজস্ব ও রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ইপিবি দেশের সব ধরনের রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করে কিন্তু এটি রপ্তানিতে এসএমই খাতের অবদান সংক্রান্ত তথ্য আলাদাভাবে সংরক্ষণ করে না। দাতাদের অর্থায়ন ও পৃষ্ঠপোষকতায়

সম্পাদিত এসএমই সম্পর্কিত কিছুসংখ্যক জরিপে জিডিপিতে এসএমই খাতের অবদান বিষয়ে কিছু পরিমাপ পাওয়া গেলেও সমীক্ষা ভেদে এসব পরিমাপে তারতম্য লক্ষ করা যায়। সুতরাং জাতীয় অর্থনীতিতে এসএমই খাতের অবদান নিরূপণ ও যথাযথ লক্ষ্যভিত্তিক নীতি প্রণয়নে জন্য এসএমই বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ ও অভিন্ন জাতীয় তথ্যভাণ্ডার প্রয়োজন। এ পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পনীতি ২০১৬ এ সমন্বিত ও সামগ্রিক এসএমই শুমারি পরিচালনার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে সবোর্চ্চ সতর্কতা ও যত্নের সাথে করা প্রয়োজন ।

৭। এসএমই খাতের বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতি সহায়তা কাঠামো

সরকারের বিভিন্ন নীতি দলিলে (শিল্পনীতি ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলসমূহ সহ) এসএমই খাতের উন্নয়ন সরকারের অন্যতম নীতি অগ্রাধিকার হিসেবে ঘোষিত হয়েছে যাতে এসএমই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার প্রধান বাহন হিসেবে কাজ করতে পারে। সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে বাজার ও নীতিগত প্রতিবন্ধকতাসমূহ অপসারণ করে এবং প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এসএমই খাতের বিকাশে সহায়কের ভূমিকা পালন করা। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ ও দারিদ্র্য হ্রাসের নিমিত্তে এসএমই খাতের দ্রুত বিকাশ সাধনের পাশাপাশি এ খাতকে প্রতিযোগিতা সক্ষম করার লক্ষ্যে একটি বাস্তবভিত্তিক কৌশল প্রণয়নে সরকার ২০০৩ সালে এসএমই উন্নয়ন বিষয়ে জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করে। এ টাস্কফোর্স এসএমই খাতে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করার পাশাপাশি এসএমই খাতের প্রসারে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বেশ কিছু সুপারিশ প্রদান করে। যেমন এসএমই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা যা এসএমইকে সহায়তাকল্পে নীতি ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে। তবে দীর্ঘদিন যাবৎ এ টাস্কফোর্স নিষ্ক্রিয় রয়েছে বিধায় এসএমই নীতির বাস্তবায়ন তদারকির জন্য টাস্কফোর্সকে পুনরুজ্জীবিত করা কিংবা নতুন একটি কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।

দেশের উন্নয়ন এজেন্ডার কেন্দ্রবিন্দুতে ব্যক্তিখাতকে স্থান দিয়ে বাজারমুখী ও উদার উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরিতে বাংলাদেশ সরকার ক্রমবর্ধমানভাবে সক্রিয় রয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও শিল্পনীতি ২০১০ এ এসএমই খাত বিষয়ে সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ বিধৃত হয়েছে তবে শিল্পনীতি ২০১৬ এ তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে। এ দুটো দলিলকে এসএমই নীতি ২০১৬ প্রণয়নে বিবেচনা করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশের এসএমই খাতের চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি তার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণও প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এ খাতের উন্নয়নে পরিকল্পনাও তুলে ধরা হয়েছে।

২০০৭ সালে এক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে দেশের এসএমই খাত উন্নয়নের মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতায় এসএমই ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যাবলী হলো: (১) সরকার কর্তৃক গৃহীত এসএমই নীতি কৌশলের বাস্তবায়ন, (২)এসএমই খাতের বিকাশের জন্য পলিসি এডভোকেসী কার্যক্রম গ্রহণ, (৩) এসএমই খাতের অর্থায়নে সহায়তা করা এবং উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সামর্থ্য গঠনে প্রশিক্ষণ প্রদান,(৪) লাগসই ও যুগোপযোগী প্রযুক্তির গ্রহণ ও ব্যবহার এবং তথ্যপ্রযুক্তি (আইসিটি) সুবিধা প্রাপ্তিতে সহায়তা করা এবং (৫) ব্যবসা সাপোর্ট সার্ভিস বা ব্যবসা সহায়ক সেবা প্রদান করা ইত্যাদি।

ফাউন্ডেশন এসএমইকে ওয়ান স্টপ সেবা প্রদানে বাতায়ন হিসেবে কাজ করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়।

বাংলাদেশে এসএমই খাতের উন্নয়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা সম্পৃক্ত রয়েছে। এসএমই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে বাংলাদেশে এসএমই উন্নয়নের সামগ্রিক সাপোর্ট কাঠামো একটি মাল্টি ইনস্টিটিউশন এপ্রোচে পরিণত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কতিপয় সুনির্দিষ্ট কাজের ক্ষেত্র থাকলেও তাদের কার্যক্ষেত্রের মধ্যে মাঝে মাঝে অধিক্রমণ (ওভারলেপিং) হয়ে থাকে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প করপোরেশন (১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত) অর্থাৎ বিসিকের প্রধান কাজ হচ্ছে ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে সহায়তা করা। এছাড়া মাইক্রো/অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে সহায়তা করাও বিসিকের অন্যতম কাজ। বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন নীতি উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে এসএমই অর্থায়নে সহায়তা করছে তবে এসএমই ফাউন্ডেশনসহ অন্যান্য সংস্থার সাথে কোনোো ধরনের সমন্বয় নেই বা থাকলেও তা অতি নগণ্য। দেখা গেছে, এসএমই ফাউন্ডেশন ও বিসিক শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় ও তত্ত্বাবধানে কাজ করলেও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এসএমই ফাউন্ডেশন বা শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে কোনো ধরনের সমন্বয় ছাড়াই এসএমই খাতের উন্নয়নে কাজ করে । এছাড়া এসএমই খাতের প্রসারে বেসরকারি খাতের সংগঠন (মাইডাস, চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, ব্যবসা সংগঠন) ও দেশীয় ক্ষুদ্র ঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানের (ব্র্যাক, আশা, পিকেএসএফ) পাশপাশি আন্তর্জাতিক এনজিও ও দাতা সংস্থাও সম্পৃক্ত রয়েছে। এসব এজেন্সীর কার্যক্রমের সর্ংক্ষিপ্ত বিবরণ একটি সমীক্ষায় সন্নিবেশিত হয়েছে (আহমেদ ২০০৮) ।

৮। এসএমই খাতের উন্নয়নে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পর্যালোচনা

ক) শিল্প মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশে এসএমই খাতের উন্নয়নে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর শীর্ষে রয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিসিকি ও এসএমই ফাউন্ডেশন এসএমই খাতের উন্নয়নে কাজ করছে। এসএমইগুলোকে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় প্রমোশনাল সাপোর্ট প্রদান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে সমন্বয় বিধানের উদ্দেশ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ে এসএমই সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার কারণে এ সেল অদ্যাবধি তেমন কোনো লক্ষণীয় সফলতা দেখাতে পারেনি। একজন উপসচিবের অধীনে পরিচালিত এ সেল এসএমই নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং এসএমই খাতের প্রসার ও উন্নয়নে কার্যকর তদারকিমূলক ভূমিকা পালনের নিমিত্তে শিল্প মন্ত্রণালয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার নেতৃত্বে একটি আলাদা বিভাগ/দপ্তর প্রতিষ্ঠা/চালু করা গুরুত্বপূর্ণ।

খ) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প করপোরেশন

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এটি এক সংসদীয় আইনের মাধ্যমে ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। শিল্প নগরীর উন্নয়ন, উদ্যোক্তা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান, সাব-কন্ট্রাকটিং সংযোগ স্থাপন, ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা ইত্যাদি বিসিকের অন্যতম দায়িত্ব।

বিসিকের আওতাধীন ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (স্কিটি) ১৯৮৫ সালে স্থাপিত হয়। এটি দেশের এসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি এ খাতে নিয়োজিতদের উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে নিয়োজিত দেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান।এছাড়া এসএমই উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের এক্সটেনশন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। বিসিক নিজস্ব ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে (যেমন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি) এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও দাতাদের (যেমন জাতিসংঘ পুঁজি উন্নয়ন তহবিল) সহযোগিতায় উদ্যোক্তাদের ঋণ সহায়তা প্রদান করে।

প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধাদি যেমন পানি, বিদ্যুৎ,গ্যাস, রাস্তাঘাট ইত্যাদি সুবিধা সম্বলিত শিল্প পার্ক/শিল্প নগরী প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন বিসিকের অন্যতম প্রধান কাজ। বিসিকের আওতায় বর্তমানে ৭৪টি শিল্প নগরী রয়েছে। এসব শিল্প নগরীর প্রতিটির গড় আকার ৫০-৬০ একর। তবে অদক্ষতার জন্য বিসিক বিপুলভাবে সমালোচিত হয়ে থাকে। বলা হয় যে, শিল্প নগরীসমূহ যেমন অপরিকল্পিত উপায়ে গড়ে উঠেছে তেমনি সেগুলোতে অবকাঠামোগত সুবিধাদিরও ঘাটতি রয়েছে। বিসিকের বেশিরভাগ কর্মকাণ্ড এসএমই খাতের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশনের অনেক কাজ যুগপৎ সংঘটিত হলেও তাদের মধ্যে সমন্বয়ের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে।

গ) এসএমই ফাউন্ডেশন

২০০৮ সালে ২৪ জন স্টাফ নিয়ে এসএমই ফাউন্ডেশনের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এ ফাউন্ডেশনে কর্মরত জনবলের সংখ্যা ৬০ জন। বাংলাদেশ সরকার থেকে ফাউন্ডেশনকে ২০০ কোটি টাকার এনডাউমেন্ট ফান্ড দেয়া হয়। এ ফান্ড থেকে অর্জিত সুদ আয় হচ্ছে ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের একমাত্র উৎস। ফাউন্ডেশনের কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ৭টি অনুবিভাগ (উইং) রয়েছে: পলিসি এডভোকেসী, ক্রেডিট হোলসেলিং;দক্ষতা উন্নয়ন ও সামর্থ্য গঠন, প্রযুক্তি প্রাপ্তির সুযোগ, তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন, এবং বিজনেস সাপোর্ট সার্ভিস।

এটি বিশেষজ্ঞ ও বিভিন্ন খাতভিত্তিক স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এ পরিচালনা পর্ষদের প্রধান হচ্ছেন সরকার মনোনীত চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী হিসেবে কার্য সম্পাদন করেন। ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যাবলী হলো:

- এসএমই খাতে রেগুলেটরী ও আইনি কাঠামো শক্তিশালী করা
- যথাযথ নীতি পদক্ষেপ ও প্রস্তাবনা সুপারিশ করার লক্ষ্যে এসএমই খাত এবং এসএমই ক্লাস্টারে বিরাজমান সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করা
- এসএমই উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবসা সহায়ক সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা
- প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা প্রাপ্তিতে সহায়তা করা
- এসএমই খাতে নিয়োজিত মানব সম্পদের উন্নয়ন

- এসএমই খাতের উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন, ব্যবহার ও গ্রহণে সহায়তা করা
- নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসার মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসা
- ক্লাস্টারভিত্তিক এসএমই উন্নয়ন
- এসএমই খাতের উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ (লিংকেজ) স্থাপনে সহায়তা করা

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

এসএমই খাতের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে এসএমই ফাউন্ডেশন বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এসএমই ফাউন্ডেশন যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে সেগুলো হলো: দক্ষতা উন্নয়ন, এডভোকেসী, আইসিটি, প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি, ইনটেরিয়র ডিজাইন ইত্যাদি (দেখুন বক্স)। দেখা গেছে, এসএমইদেরকে একই ধরনের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও এসএমই ফাউন্ডেশনের মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই বা থাকলেও তা অতি নগণ্য। এমনকি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলোর পূর্ণাঙ্গ তালিকা এসএমই খাতের প্রয়োজনের নিরিখে তৈরি করা হয়নি। প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানকে স্টান্ডারডাইজড মডিউল অনুসরণ করা দরকার। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় বিধানের মাধ্যমে এরূপ স্ট্যান্ডারডাইজড মডিউল তৈরিতে এসএমই ফাউন্ডেশন নেতৃত্ব দিতে পারে।

বক্স: এসএমই ফাউন্ডেশন প্রদত্ত প্রশিক্ষণের ধরন

- দক্ষতা উন্নয়ন
- এডভোকেসী
- আইসিটি
- ব্যাংক ঋণ প্রস্তাবনা তৈরি
- এসএমই ব্যবসা পরিচালন/ব্যবস্থাপনা
- বিপণন কৌশল
- প্রাকৃতিক ডাইং
- নতুন ব্যবসা উদ্যোগ
- বিউটিফিকেশন ও বিউটি পার্লার ব্যবস্থাপনা/পরিচালন
- ইনটেরিয়র ডিজাইন
- দিবা সেবা যত্ন কেন্দ্র পরিচালনা
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উৎপাদিত টেক্সটাইল পণ্যের উন্নয়ন
- বহুমুখী পাটজাতীয় পণ্য তৈরি
- নারী আইসিটি ফ্রিল্যান্সার ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি
- বিকাশ এজেন্ট হওয়ার পদ্ধতি/প্রক্রিয়া
- খাদ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও প্যাকেজিং

তথ্য সূত্র: এসএমই ফাউণ্ডেশন।

এসএমই ফাউন্ডেশন ২০০৯-১০ সাল থেকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। ২০০৯-১০ সালে এসএমইএফ মোট ১৮টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ সালে ৮৫টিতে উন্নীত হয়। প্রতিটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে গড়ে ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নিয়েছে। এসএমই

খাতের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের বিপুল সংখ্যার তুলনায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা অনুল্লেখযোগ্য। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং ফাউন্ডেশনের বিকাশের জন্য গৃহীত কৌশলগত পরিকল্পনা বিষয়ে এসএমই ফাউন্ডেশনের কোনো বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা নেই।

সারণি ১১: এসএমই ফাউন্ডেশন প্রদত্ত প্রশিক্ষণের বছরভিত্তিক তালিকা ও প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা

বছর	মোট প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা	মোট প্রশিক্ষণার্থী	প্রশিক্ষণের মেয়াদ (গড়)
২০০৮-০৯	-	-	-
২০০৯-১০	১৮	৪৪৫	৫ দিন
২০১০-১১	২১	৬১৫	৫ দিন
২০১১-১২	২৮	৮৭০	৫ দিন
২০১২-১৩	২৭	৮০০	৫ দিন
২০১৩-১৪	৫২	১৩৫০	৫ দিন
২০১৪-১৫	৬৯	২০০৯	৫ দিন
২০১৫-১৬	৮৫	২১৫০	৫ দিন

উৎস: এসএমই ফাউন্ডেশন।

বিজনেস এ্যাওয়ার্ড/ব্যবসা পুরস্কার

এসএমই ফাউন্ডেশন সৃজনশীল উদ্যোক্তাদের পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকে। এ পর্যন্ত ২০ জন সৃজনশীল উদ্যোক্তাকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এ ২০ জনের মধ্যে ১৭ জনই নারী উদ্যোক্তা। তবে প্রতি বছর পুরস্কার প্রদান করা হয়নি। উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কারের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ এ ধরনের উদ্যোগ সারা বছরই অব্যাহত রাখা দরকার। সম্ভাব্য পুরস্কার প্রাপকদের যাচাই-বাছাইয়ের জন্য সর্বজনগ্রহণযোগ্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিটি গঠন করতে হবে।

সারণি ১২: এসএমই ফাউন্ডেশন প্রদত্ত বিজনেস এ্যাওয়ার্ড

বছর	মোট পুরস্কারের সংখ্যা	নারী উদ্যোক্তা (সংখ্যা)	পুরুষ উদ্যোক্তা (সংখ্যা)	
২০০৮	৮	৮	০	
২০০৯	-	-	-	
২০১০	৩	৩	০	
২০১১	-	-	-	
২০১২	৪	৪	০	
২০১৩	-	-	-	
২০১৪	-	-	-	
২০১৫	-	-	-	
২০১৬	৫	২	৩	
মোট	২০	১৭	৩	

উৎস: এসএমই ফাউন্ডেশন।

ক্রেডিট হোলসেলিং

ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচি পরিচালনা এসএমই ফাউন্ডেশনের একটি অন্যতম কার্যক্রম। এ কর্মসূচির আওতায় এসএমই খাতে জামানত ছাড়াই সিঙ্গেল ডিজিট সুদে ঋণ দেয়া হয়ে থাকে বিশেষ করে ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-১৫ সালে ১৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ৩.৯৩ কোটি টাকা ঋণ আদায় হয়। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত এ কর্মসূচির আওতায় ২৭৮টি অতি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান ঋণ সুবিধা পেয়েছে। তহবিল সংকটের কারণে এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষে এ কর্মসূচির পরিসর বাড়ানো কঠিন হয়ে পড়ছে। সরকার বর্ধিত তহবিল বরাদ্দ না করলে বা দাতাদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহে এসএমই ফাউন্ডেশনকে অনুমতি না দেয়া হলে এ কর্মসূচির পরিসর বাড়ানো কোনো মতেই সম্ভব নয়। সুষ্ঠু ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচি গ্রহণ ও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে নিবিড় সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে।

সারণি ১৩: এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায়

	মোট বিতরণ (কোটি টাকা)	মোট আদায় (কোটি টাকা)	মোট অতি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান (সুবিধাভোগী)*
২০০৮	০০.০০	০০	০০
২০০৮-০৯	১.০০	০০	৩২
২০০৯-১০	২.২৫	০০	৫৮
২০১০-১১	৩.৭৫	০.২৫	৮৮
২০১১-১২	৩.০০	১.০০	৬৫
২০১২-১৩	৭.৫০	২.০০	২০১
২০১৩-১৪	৩.৫০	২.৯৫	১১৪
২০১৪-১৫	১৬.০০	৩.৯৩	২৭৮

টীকা: ক্লাস্টার ও অতি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন।
উৎস: এসএমই ফাউন্ডেশন।

ফাউন্ডেশনের প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ

এসএমই ফাউন্ডেশনের বর্তমান জনবল পর্যাপ্ত না হলেও এসএমই খাতের উন্নয়নকল্পে তাদেরকে নানা ধরনের কাজ করতে হয় (অর্থায়ন, অথনীতি, জনসংযোগ ও প্রকৌশল সংক্রান্ত) । বর্তমানে এসএমই ফাউন্ডেশনে ৪৪ জন সার্বক্ষণিক স্টাফ নিয়োজিত রয়েছে।

নানাবিধ কারণে এসএমই ফাউন্ডেশন অদ্যাবধি এসএমই খাতের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু করতে পারেনি। যেমন, অপর্যাপ্ত আর্থিক সম্পদ, অপর্যাপ্ত আইনি সহায়তা, অপ্রতুল লজিস্টিক ব্যাকআপ এবং গভর্ন্যান্স বা পরিচালন সমস্যা। ফাউন্ডেশনের আর্থিক সম্পদ যেমন অপর্যাপ্ত তেমনি তা স্থিতিশীল নয়। বাংলাদেশ সরকার থেকে ফাউন্ডেশনকে ২০০ কোটি টাকার এনডাউমেন্ট ফান্ড দেয়া হয়েছে। এ ফান্ড থেকে অর্জিত সুদ আয় দিয়ে ফাউন্ডেশনের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে, যা আবার সুদের হারের ওঠানামার উপর নির্ভর করে। অধিকন্তু অর্জিত সুদ আয়ের ৭৫ শতাংশ আলাদা

করে মূল ফান্ডে রাখতে হয়। ফাউন্ডেশনের মতে, এসএমই খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ ফান্ড যথেষ্ট নয়। ফলে ফাউন্ডেশনের পক্ষে এসএমই খাতের উন্নয়নের নিমিত্তে সার্বিক পরিকল্পনা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

প্রতিষ্ঠাকালে এসএমই ফাউন্ডেশনকে ওয়ান স্টপ সেবাপ্রদানকারী হিসেবে ধারণা করা হলেও ফাউন্ডেশন অদ্যাবধি সে ধরনের কোনো ভাবমূর্তি তৈরি করতে পারেনি। এসএমই ফাউন্ডেশনের আরেকটি সমস্যা হলো এর কার্যের আওতা বা পরিধি সম্পর্কিত। যেমন কিছু কার্যক্রম গ্রহণে ফাউন্ডেশনের ম্যান্ডেট থাকলেও অন্যান্য সংগঠন ফাউন্ডেশনকে সম্পৃক্ত না করেই সেসব কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এসএমই খাতের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে (যেমন বিসিক) সমন্বয়ের সমস্যা থাকায় ফাউন্ডেশনকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব বা সেবা প্রদান কার্যক্রম পালন থেকে বিরত থাকতে হয় । এসএমই ক্লাস্টার ও তাদের গঠন কাঠামো এবং ক্লাস্টারের ঋণের প্রয়োজন সম্পর্কে এসএমই ফাউন্ডেশন ভালভাবে জ্ঞাত থাকলেও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত কোনো ঋণ কর্মসূচি প্রণয়নে ফাউন্ডেশনকে সম্পৃক্ত করা হয় না।

এসএমই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার প্রায় এক যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। এজন্য এসএমই ফাউন্ডেশনের সবলতা ও দুর্বলতা জানতে এবং এসএমই খাতের উন্নয়নে ফাউন্ডেশন গৃহীত কার্যক্রমসমূহ মূল্যায়নের নিমিত্তে এসএমই ফাউন্ডেশনের একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের এখনই উপযুক্ত সময়।

(ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক তার নির্দেশিত ঋণ কর্মসূচি ও আর্থিক সেবাদির মাধ্যমে এসএমই সেবা প্রদানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে উদ্বুদ্ধকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এসব সেবার অন্তর্ভুক্ত হলো বিভিন্ন উন্নয়ন অংশীদারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুদান ব্যবহার করে পূন:অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা, ব্যাংকগুলোতে আলাদা ডেস্ক চালু ও এসএমই সার্ভিস সেন্টার খোলা এবং নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ সেবা সুবিধা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন পরিবীক্ষণ, নীতি প্রণয়ন ও ঋণ সুবিধা প্রদানে সহায়তা করতে বাংলাদেশ ব্যাংকে এসএমই ও বিশেষ কর্মসূচি বিভাগ নামে একটি নতুন বিভাগ চালু করা হয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণের নির্দেশিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে।

নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ সীমা সংশোধন করা হয়েছে। এ ঋণ সীমা ৫০ হাজার টাকা থেকে ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত নির্ধারিত থাকবে। মোট এসএমই ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার কমপক্ষে ৪০ শতাংশ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য এবং অবশিষ্ট ৬০ শতাংশ মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তাদের এসএমই ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আলাদা নারী উদ্যোক্তা ডেস্ক স্থাপনের (প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত জনবল এবং আলাদা ডেস্কের প্রধান হিসেবে সম্ভব হলে নারী কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান সহ)) নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে নারী উদ্যোক্তাদের ২৫

লাখ (২৫,০০,০০০) টাকা পর্যন্ত ঋণ অনুমোদন দিতে পারে। এক্ষেত্রে গ্রুপ বা দলীয় জামানত/সামাজিক জামানত গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। মোট কথা মোট এসএমই ঋণের ১৫ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের দেয়া হবে। প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সেক্টর/সাবসেক্টর ভিত্তিতে এসএমই ঋণের উপর সুদের হার নির্ধারণের নির্দেশ দেয়া হয়। নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে সুদের হার হবে ব্যাংক রেট+৫%, তবে ১০% এর বেশি নয়।

ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচিকে সহায়তা ও সহজতর করতে বাংলাদেশ ব্যাংক পুন:অর্থায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ পুন:অর্থায়ন স্কীমের (যা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান তহবিল (এসইএফ) নামে পরিচিত এবং যার তহবিল ৬ বিলিয়ন টাকা) মাধ্যমে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ব্যাংক রেট হারে ব্যাংক ও অআর্থিক প্রতিষ্ঠানেও এ কর্মসূচি সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এ স্কীমের ব্যাপক চাহিদা লক্ষ করা গেছে। পুন:অর্থায়িত ঋণের বিপরীতে আদায়কৃত অর্থ এসএমই খাতে অর্থায়নে ঘূর্ণায়মান (রিভলভিং) তহবিল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত ২২টি ব্যাংক ও ২২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২২,৩২১টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০ বিলিয়ন টাকা (নারী ফান্ডসহ) পুন:অর্থায়ন সুবিধা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পুন:অর্থায়ন কর্মসূচিতে বিভিন্ন দাতারাও অংশ নিয়ে থাকে। তবে এসএমই ঋণের ব্যাপক চাহিদার বিবেচনায় বিদ্যমান পুন:অর্থায়ন স্কীম পর্যাপ্ত নয়।

সারণি ১৪: এসএমই পুন:অর্থায়ন কর্মসূচির অবস্থা (জুন ২০১৫)

বছর	পুন:অর্থায়নের পরিমাণ কোটি টাকা)				পুন:অর্থায়ন সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা			
	ওয়ার্কিং মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট	শিল্প ঋণ	বাণিজ্যিক ঋণ	সেবা	মোট
২০১০	৪৪৪.২২	৮০০.৯০	৪০২.৮৮	১৬৪৮.০০	৪৫৮৫	১০০৫৩	২৫৯৭	১৭২৩৫
২০১১	৪৯৮.৯৩	৯৭৪.৯০	৪৫৬.৮৩	১৯৩০.৬৬	৬০৭৩	১২১৬৩	২৯৫৫	২১১৯১
২০১২	৬২০.২৯	১৪৭০.৪	৫৪৪.৪৮	২৭৩৫.০১	১০১৯২	১৮৩০০	৪৯৭৪	৩৩৪৫৬
২০১৩	৬৭৮.৮৯	১৫৬৪.৩৭	৬৪৫.৬১	২৮৮৮.৮৮	১১৮৩৭	১৯২৫৭	৫৩৮৯	৩৬৪৮৩
২০১৪	৭৭৭.৭১	১৮৮৯.৮৩	৯২১.৩৯	৩৫৮৮.৯৩	১৪৫৮৬	২১৫৪৭	৬৫২৮	৪২৬৬১
২০১৫ (২০১৫ এর জুন শেষ নাগাদ)	১০৪৯.০৮	২২৪৬.৬৩	১৫০৭.৮৯	৪৮০৩.৬	১৭৪৭৬	২৩৩২১	৬৯১৩	৪৭৭১০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু সম্ভাবনাময় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের শিল্পকে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে সরকার ইইএফ বা সমমূলধনী উদ্যোগ তহবিল গঠন করে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এ তহবিলের অন্যতম লক্ষ্য। এ তহবিলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ইক্যুইটি সহায়তা প্রদান করা হয়, ঋণ অর্থে নয়। এ আর্থিক

সহায়তা প্রদানের মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের তরুণ, শিক্ষিত, কর্মক্ষম ও উদ্যমী বিনিয়োগকারী যাদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা পেতে পর্যাপ্ত জামানত দেয়ার সামর্থ্য নেই তাদেরকে বিনিয়োগে সহায়তা প্রদান করা। এ তহবিল ২০০১ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে নীতি নির্ধারণ, নীতি নির্দেশনা প্রদান ও পরীবীক্ষণের সার্বিক দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে রেখে অন্যসব দায়িত্ব আইসিবির উপর ন্যস্ত করা হয়। ২০০১-২০০৯ সময়কালে অর্থাৎ এ ফান্ডের প্রথম ১০ বছরে ইইএফ তহবিলে সরকার মোট ৯২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। ইইএফ এর আওতায় ২০১১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত মোট ৬৯৭টি কৃষিভিত্তিক এবং ৪৮টি আইসিটিভিত্তিক প্রকল্পকে আর্থিক সহায়তা অর্থাৎ ঋণ সুবিধা দেয়া হয়। কৃষিভিত্তিক প্রকল্পে গড় তহবিল বরাদ্দের পরিমাণ ৪.৪১ কোটি টাকা এবং আইসিটি প্রকল্পে ৩.৯৭ কোটি টাকা। বিভিন্ন মূল্যায়ন সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে, ব্যাপক দুর্নীতি ও অপর্যাপ্ত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার কারণে এ প্রকল্প তার কাঙ্খিত উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। বিআইডিএস পরিচালিত এক সমীক্ষায় এ প্রকল্পকে সফল করার জন্য ইক্যুইটি ফান্ড ব্যবস্থাপনায় ভেনচার ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করার সুপারিশ করা হয়। বস্তুত এসএমই অর্থায়নের এ উৎসটিকে সঠিক পথে নিয়ে আসা প্রয়োজন।

৯। অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই এর ভূমিকা: বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

বিশ্বের বেশির ভাগ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে এসএমই কৌশলগত গুরুত্ব দখল করে রেখেছে (বালা সুব্রাম্যানিয়া ২০০৮)। শিল্পায়নে এসএমই খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে জাপানের সফলতা বিপুল প্রশংসিত। জাপানের এসএমইগুলো সাবকনট্রাকটিং পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বৃহৎ ফার্মের সাথে সংযুক্ত থাকে (ম্যাকমিলান ১৯৯৬)। সাবকনট্রাকটিং হলো বৃহৎ ফার্ম থেকে এসএমইতে কারিগরি সহায়তা, আর্থিক সহায়তা, উপকরণ সরবরাহ, ব্যবস্থাপনাগত সহায়তা ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ফার্মসমূহের মধ্যে উলম্ব সহযোগিতা স্থাপনের মাধ্যমে এসএমইগুলোর কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সামর্থ্য বা সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর সাবকনট্রাকটিং এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে (রঘাভেন্দ্র ও বালা সুব্রাম্যানিয়া ২০০৫)।

আসিয়ানভুক্ত দেশগুলো প্রায়শ এসএমই খাতের উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে সফলতার উদাহরণ হিসেবে উল্লেখিত হয়ে থাকে। এসএমই যেহেতু উৎপাদন নেটওয়ার্কের পশ্চাৎসংযোগ হিসেবে কাজ করে সেহেতু তারা আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক একীভূতকরণের ভিত্তি প্রদান করে। আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর মোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের ৮৯-৯৯ শতাংশই এসএমইভুক্ত। এছাড়া এসএমই খাত মোট কর্মসংস্থানের ৫২-৯৭ শতাংশ, জিডিপির ২৩-৫৮ শতাংশ এবং মোট রপ্তানির ১০-৩০ শতাংশের যোগান দিচ্ছে। আসিয়ান দেশগুলোতে এসএমইগুলো পার্টস ও এক্সেসরিজ সরবরাহের মাধ্যমে উৎপাদন নেটওয়ার্কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সারণি ১৫: নির্বাচিত বছরে অর্থনীতিতে এসএমই খাতের অবদান

দেশ	মোট প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার		মোট কর্মসংস্থানের শতকরা হার		মোট জিডিপির শতকরা হার		মোট রপ্তানির শতকরা হার অংশ	
	%	বছর	%	বছর	%	বছর	%	বছর
ব্রুনেই দারুসসালাম	৯৮.২	২০১০	৫৮.০	২০০৮	২৩.০	২০০৮	-	-
কম্বোডিয়া	৯৯.৮	২০১১	৭২.৯	২০১১	-	-	-	-
ইন্দোনেশিয়া	৯৯.৯	২০১১	৯৭.২	২০১১	৫৮.০	২০১১	১৬.৪	২০১১
লাও পিডিআর	৯৯.৯*	২০০৬	৮১.৪	২০০৬	-	-	-	-
মালয়েশিয়া	৯৭.৩	২০১১	৫৭.৪	২০১২	৩২.৭	২০১২	১৯.০	২০১০
মিয়ানমার	৮৮.৮**	-	-	-	-	-	-	-
ফিলিপাইন	৯৯.৬	২০১১	৬১.০	২০১১	৩৬.০	২০০৬	১০.০	২০১০
সিঙ্গাপুর	৯৯.৪	২০১২	৬৮.০	২০১২	৪৫	২০১২	-	-
থাইল্যান্ড	৯৯.৮	২০১২	৭৬.৭	২০১১	৩৭.০	২০১১	২৯.৯	২০১১
ভিয়েতনাম	৯৭.৫	২০১১	৫১.৭	২০১১	-	-	-	-

টীকা: এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (২০১৩) * , ** নিবন্ধীকৃত সংখ্যা।
উৎস: কান্ট্রি প্রতিবেদনসমূহ।

১০। এসএমই খাতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো: আসিয়ান অভিজ্ঞতা

এসএমই খাতের উন্নয়নে আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সফল হওয়ার অন্যতম কারণ হলো তারা এসএমই খাতের জন্য উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। সিঙ্গাপুরের ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি মন্ত্রণালয়াধীন স্ট্যান্ডার্ডস, প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড ইনোভেশন বোর্ড অব সিঙ্গাপুর (SPRING) হলো সে দেশের প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। অর্থায়ন, সামর্থ্য ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন এবং বাজার প্রবেশের সুযোগ লাভ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তাকরণে এন্টারপ্রাইজ উন্নয়নের মুখ্য সংস্থা হিসেবে SPRING অংশীদারদের সাথে একযোগে কাজ করে। অধিকন্তু SPRING আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্ট্যান্ডার্ডস ও মান নিশ্চয়তা অবকাঠামো সৃষ্টি ও প্রসারের জন্য কাজ করে।

মালয়েশিয়ায় এসএমই খাতে নীতি নির্দেশনা প্রদানের জন্য ন্যাশনাল এসএমই ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (এনএসডিসি) এবং নীতি প্রণয়ন ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও এজেন্সীর এসএমই সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির বাস্তবায়ন সমন্বয়ের জন্য আলাদা কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী সংস্থা এসএমই করপোরেশন মালয়েশিয়া (এসএমই corp.) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০১১ সালে মানব পুঁজির উন্নয়ন, অর্থায়ন প্রাপ্তির সুযোগ প্রদান, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি গ্রহণ, বাজার প্রবেশ সুবিধা প্রদান ইত্যাদির বিপরীতে ১৮৩টি কর্মসূচিতে ৪.৭ বিলিয়ন রিঙ্গিত ব্যয় করা হয়। এছাড়া মালয়েশিয়া সরকার এসএমই মাস্টার প্ল্যান ২০১২-২০২০ অনুমোদন দিয়েছে। নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কাজ সমন্বয়ের দায়িত্ব সেদেশের সমবায় ও এসএমই মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত রয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ায় এসএমই উন্নয়ন কৌশলসমূহ ন্যাশনাল মিডিয়াম ডেভেলপমেন্ট প্লান (RPJM ২০১০-২০১৪) এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা স্ব স্ব বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় ও এজেন্সীর কৌশলগত

পরিকল্পনা কর্তৃক অনুসৃত হয়। এ প্ল্যানে ৭টি কৌশলগত লক্ষ্যের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়: (১) জাতীয় অর্থনীতিতে সমবায় এবং অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানসমূহের (এমএসএমই) অবদান বৃদ্ধি সহ তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, (২) সমবায় ও এমএসএমই এর শক্তি বৃদ্ধি করা, (৩) সমবায় ও এমএসএমই কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ানো, (৪) সমবায় ও এমএসএমইকে অর্থায়নের ব্যবস্থা করা ও ঋণ সহায়তা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা, (৫) সমবায় ও এমএসএমই এর উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি করা, (৬) সমবায় ও এমএমএমই বান্ধব ব্যবসা পরিবেশের উন্নতি সাধন, এবং(৭) সমবায় ও এমএসএমইতে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করা। প্রতি ছয় মাস (সেমিস্টারে) অন্তর মন্ত্রণালয় এসএমই উন্নয়ন কৌশলের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে।

আসিয়ানভুক্ত আরেকটি দেশ থাইল্যান্ড শিল্প মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীনে অফিস অব এসএমই প্রমোশন প্রতিষ্ঠা করেছে। এটি এসএমই বিষয়ক রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজের বিন্যাস ও সমন্বয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সংস্থা। আবর্তক পঞ্চবর্ষী এসএমই প্রমোশন মাস্টার প্ল্যান এর আওতায় এসএমই খাতের উন্নয়ন কৌশলসমূহ বাস্তবায়িত হয়। বিশ্ব বাজারে এসএমই পণ্যের প্রচার ও প্রসারের জন্য তৃতীয় এসএমই প্রমোশন মাস্টার প্ল্যান নেয়া হয়েছে। থাইল্যান্ডের এসএমই খাতকে শক্তিশালী ও বেগবান করতে ৪টি কৌশল নেয়া হয়েছে: (১) উন্নয়নের সকল স্তরে এসএমই খাতের বিকাশ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা (এসএমই ব্যবসা রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, ২০১৬ সাল নাগাদ ২৫০,০০০টি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা), (২) ব্যবসায় দক্ষতা উন্নয়ন, এসএমই ক্লাস্টার গঠন এবং পণ্যের গুণগত মান ও স্ট্যান্ডার্ডস এর মানোন্নয়নের (২০১৬ সাল নাগাদ নির্বাচিত খাতসমূহে কমপক্ষে ৩০,০০০ এসএমই স্থাপন) মাধ্যমে থাইল্যান্ডের এসএমই শিল্পখাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, (৩) এলাকাভিত্তিক সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে এসএমই খাতের সুষম উন্নয়ন, এবং (৫) ব্যাপকতর বাজার সম্পৃক্তকরণ ও আন্তর্জাতিকীকরণে (বছরে ন্যূনতম ৬০টি নতুন ব্যবসা নেটওয়ার্ক) যুক্ত হতে থাইল্যান্ডের এসএমইসমূহের সামথ্য ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা।বাংলাদেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে পূর্ব এশিয়ার সফলতার অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেতে পারে।

১১। উপসংহার

এসএমই খাতে এ পর্যন্ত সাধিত অগ্রগতিকে ধরে রেখে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। কেননা এসএমই দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিপুল অবদান রাখছে। দেশের বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা দলিল, যেমন কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২১, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, শিল্পনীতি ২০১৬ এ উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা অর্জনে এসএমই খাতের উন্নয়ন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশে এসএমই খাত বিকাশের অমিত সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে পর্যাপ্ত মানব সম্পদ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্যের কারণে। তবে এ খাতকে গতিশীল করার জন্য অনুকূল ও সাযুজ্যপূর্ণ নীতি পরিবেশের যথেষ্ট ঘাটতিও রয়েছে। এসএমই খাতের উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০৫ সালে এসএমই নীতি প্রণীত হয়। তবে এ নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য কোনো কর্মপরিকল্পনা ছিল না। এ প্রেক্ষিতে সরকার যথোপযুক্ত কর্মপরিকল্পনা সহ একটি ব্যাপকভিত্তিক জাতীয় এসএমই নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

এসএমই খাতের বিকাশকে বেগবান করার লক্ষ্যে এ খাতের সংস্কারকে এগিয়ে নিতে সঠিক কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সুষ্ঠু এসএমই কৌশল গ্রহণ প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: (১) অনুকূল নীতি ও রেগুলেটরী পরিবেশ, (২) টেকসই ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান, এবং (৩) অসচ্ছল ও সুবিধাবঞ্চিত উদ্যোক্তাদের (মহিলা, গ্রামীণ দরিদ্র, যুবক, অক্ষম ব্যক্তি ও সংখ্যালঘু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ) আর্থিক ও ব্যবসা সহায়ক সেবা সহায়তা লাভের সুযোগ প্রাপ্তি। এ তিনটি প্রধান বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এসএমই উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্ঠির লক্ষ্যে নীতিগত ও রেগুলেটরী সংস্কার কার্যক্রম প্রসারে কৌশল গ্রহণের পাশাপাশি এসএমইকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ও দীর্ঘমেয়াদে ব্যবসা উন্নয়ন ও আর্থিক সেবা সহায়তা প্রদানকারী আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ও সেগুলোকে শক্তিশালীকরণে সহায়তাকল্পে কৌশল গ্রহণ জরুরি।

গ্রন্থপঞ্জি

ADB (2014): *Asia SME Finance Monitor 2013*, Manila, ADB.

ADB (2015):*Asia SME Finance Monitor 2014*, Manila, ADB.

Ahmed, Momtaz Uddin (2001): "Globalization and Competition of Bangladesh's Small-scale Industries: An Analysis of the Prospects and Challenges," Chapter 7, IRBD, CPD/UPL.

Ahmed, M. U. (2008), "Institutional Financing of Small and Medium Enterprises in Bangladesh: Current Scenario and Future Directions," keynote paper presented to the seminar jointly organized by Eastern Bank Limited (EBL), FBCCI and SEDF at Hotel Sonargaon, Dhaka, January 15.

Bala Subrahmanya, M. H. (2008): "Manufacturing SMEs in Japan: More Subcontracting Intensive versus Less Subcontracting Intensive Industries," *Int. J. Management and Enterprise Development,* Vol. 5, No. 5, 2008.

Bangladesh Bank (2015): *Strategic Plan 2015-2019,*.BB,Dhaka.

Bangladesh Bank (2010): *Strategic Plan 2010-2014*, BB, Dhaka.

Bakht, Zaid and Monzur Hossain (2017): *Workplace Safety and Industrial Relations in the Readymade Garments (RMG) Industry in Bangladesh*, Research Report No. 188, BIDS, Dhaka.

Bakht, Zaid and Abul Basher (2015): Strategy for Development of the SME Sector in Bangladesh,BIDS , Dhaka.

BBS (various years): *Economic Census 2001/03 and 2013*, BBS, Dhaka.

BBS (2010): *Report on Bangladesh Survey of Manufacturing Industries (SMI) 2005-2006,BBS, Dhaka.*

IFC/Mckinsey (2011): "Assessing and Mapping the Global Finance Gap for MSMEs," unpublished presentation.

INSPIRED (2013): "The State of the SME Sector – The Manufacturing SME Sector in Bangladesh," Working Paper # 3.

McMillan, C. J. (1996): *The Japanese Industrial System*, 3rd ed., Walter de Gruyter & Co, Berlin.

Ministry of Industry (2016): *Industrial Policy 2016, Bangladesh.*

Ministry of Industry (2005): *National SME Policy Strategy, 2005.*

Raghavendra, N. V. and M. H. Bala Subrahmanya (2005)**:** "Collective Efficiency and Technological Capability in Small Firms: Evidence from Two-Foundry Clusters in South India," *International Journal of Management and Enterprise Development*, Volume 2, Issues 3/4, pp. 325-348.

SME Foundation (2013).:*SME Clusters in Bangladesh*, Dhaka.

SMEF (2006/07): *Report on the Survey of Six Sectors: Baseline, Profile Performance and Plan for Upgrading*, Dhaka.